গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা/ প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের নীতিমালা।

ভূমিকা:

দেশের জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাদির সুষ্ঠুভাবে মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাদি যেমন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নস্থ স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক প্রেরিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। গণপূর্ত ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের সহযোগিতায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে চাহিদাসমূহ স্বাস্থ্য স্থাপনার প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের চাহিদা প্রশাসনিক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল অধিদপ্তর (গণপূর্ত/স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর) কাজগুলি বাস্তবায়ন করে থাকে। সারা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রস্তাব পেশ, অনুমোদন প্রদান, ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত না হওয়ায় চাহিদা প্রদান এবং প্রশাসনিক অনুমোদন, ঠিকাদারদের কার্যাদেশ প্রদান এবং বাস্তবায়নে বেশ বিলম্ব এবং ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজের গুনগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠে এবং বরাদ্দের ক্ষেত্রে/ প্রয়োজনের তুলনায় অতি জরুরী নয় এখন কাজের অধিক চাহিদা প্রদান করায় প্রশাসনিক অনুমোদনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। সারা দেশের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাদির যথাযথভাবে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন খুবই প্রয়োজন।

২. নীতিমালার উদ্দেশ্য :

(১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তুবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কার্যক্রমের অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করা।

(২) সকল স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মধ্যে সুষমভাবে অর্থ বরাদ্দ প্রদান এবং অগ্রাধিকার চাহিদা বিবেচনায় মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা।

(৩) স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম যথাসময়ে এবং বিশেষ করে অর্থ বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে কাংখিত বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামো সুরক্ষা করা।

(৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য স্থাপনাগুলির মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতা আনয়ন তথা Value for Maney নিশ্চিত করা;

৩. শর্তসমূহ:

(১) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য স্থাপনাসমূহের প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রতি বছর জুলাই-আগষ্টের মধ্যে জরুরী ও প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসমূহের প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকার প্রস্তাব সরাসরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে অনুলিপি স্ব-স্ব অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

(২) সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহে চাহিদা সমূহের মোট আর্থিক সংশ্লেষের মধ্য হতে সাধারণভাবে ৭৫% পূর্ত এবং ২৫% বৈদ্যুতিক কাজের চাহিদা প্রেরণ করতে হবে (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ১টি করে মোট ২টি চাহিদাপত্র)। একান্ত জরুরী ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা সম্ভব না হলে এর ব্যত্যয় কাজ বা কাজসমূহ কাজের প্রয়োজনীয়তার এবং বিষয়টি যোক্তিকতা মতামতে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) সাধারনভাবে প্রতিটি স্বাস্থ্য স্থাপনা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বরাদ্দের সর্বোচ্চ ২০% অধিক বরাদ্দ বিবেচনা করে চাহিদার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। ঢাকার বাইরের স্বাস্থ্য স্থাপনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের চেয়ে ২৫% অধিক অর্থের চাহিদা প্রেরণ করা যাবে।

(৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কাজের আর্থিক প্রাক্কলন প্রস্তুতের সময় প্রকৃত চাহিদার অতিরিক্ত কোন আইটেম সন্নিবেশন ও বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক ব্যয় যাতে প্রাক্কলনে অর্ন্তভূক্ত না হয় সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখবেন। একইভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাগুলি চাহিদাপত্র প্রেরণের সময় বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। জেলা/উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন ও উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন।

(৫) প্রাক্কলনসহ অগ্রাধিকার তালিকা প্রাপ্তির পর অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়- এর নেতৃত্বে গঠিত এ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত তালিকা যাচাই বাছাই করা হবে।

(৬) স্বাস্থ্য স্থাপনা/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ মুলত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর আসন/ হাসপাতাল বা অন্য স্বাস্থ্য স্থাপনার শয্যা সংখ্যা, স্বাস্থ্য সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সেবার গুরুত্ব, স্থাপনার নির্মাণকাল ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে।

(৭) মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি অগ্রাধিকার তালিকা (মোট বরাদ্দের ৯০%) সুপারিশের পর মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হবে।

(৮) উপস্থাপিত তালিকা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক অনুমোদনের পর ২০ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর প্রশাসনিক অনুমোদনের পত্র প্রেরণ করে অনুলিপি গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

(৯) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক আদেশ জারীর ৪৫ (পয়তাল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যেবাস্তবায়নকারী সংস্থা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারী, দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করে তার সমন্বিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিষয়টি নিশ্চিত করবে। দরপত্র কার্যক্রম বিলম্ব হলে তার কারণ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

(১০) দরপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি এবং দরপত্র দাখিলের পর কার্যাদেশ প্রদানে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব হলে (৪৫ দিনের অধিক) সেটি সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব অবহেলা বলে চিহ্নিত হবে। বিলম্বের কোন যৌক্তিক কারণ না থাকলে গণপূর্ত অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ব্যর্থতার জন্য স্ব স্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(১১) বিভিন্ন স্বাস্থ্য স্থাপনা হতে যাতে সময় মত প্রাক্কলনসহ অগ্রাধিকার চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারে সেজন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের স্থাপনাসমূহ প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগীতা বজায় রাখবে।

(১২) মোট বরাদ্দের অবশিষ্ট ১০% এর মধ্য হতে ৫% জানুয়ারীর মধ্যে চাহিদা পর্যালোচনা করে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হবে এবং ৫% জরুরী কোন চাহিদা বা প্রয়োজন হলে তা পর্যালোচনা করে সময়ে সময়ে বরাদ্দ প্রদান করবে।

(১৩) জানুয়ারী মাসের (৫%) বরাদ্দের ৪৫ দিনের মধ্যে গণপূর্ত বিভাগ ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ৫ মার্চের মধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত স্তর হতে কার্যাদেশ প্রদান করবে এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

(১৪) গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তাদের তদারকী কর্মকর্তাগণ মেরামত ও সংস্কারাধীন স্থাপনাসমূহের কাজ পরিদর্শন করে স্ব স্ব প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে অগ্রগতি প্রতিবেদন ২ দফায় ফেব্রুয়ারী এবং মে মাসে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে কাজগুলির বাস্তবায়ন অগ্রগতি গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ (গণপূর্ত বিভাগের ক্ষেত্রে নুন্যতম তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের নিবার্হী প্রকৌশলী) নুন্যতম ১ বার এবং সম্ভব হলে বছরে ২ বার সরেজমিনে পরিবর্দশন করবেন এবং কাজ বাস্তবায়ন কোন বিলম্ব হলে বা কোন দূর্বলতা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা দুর করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহের প্রধান তা মনিটরিং করার তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখবেন।

(১৫) সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য স্থাপনা/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানের প্রত্যয়ন ব্যতিত কর্ম সম্পাদনের বিল প্রদান করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে এবং তার তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সার্কেল/ডিভিশনের আর্থিক বরাদ্দ পরবর্তী অর্থ বছরে হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে।

(১৬) বিল প্রদানের কমপক্ষে ১০(দশ) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সন্তোষজনকভাবে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে মর্মে আবশ্যিকভাবে তার প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে।

(১৭) কোনক্রমেই এক অর্থ বছরের কাজ অন্য অর্থ বছরে করা যাবে না এবং পরবর্তী অর্থ বছরে বকেয়া বিল পরিশোধ গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন কারণে এক অর্থ বছরে কোন কাজ পিপিআর অনুসারে বাস্তবায়ন অসম্ভব হলে তা উক্ত অর্থ বছরের ১০ জুন এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে উক্ত কাজ/কাজসমূহের বরাদ্দকৃত অর্থ সমর্পন করতে হবে

(১৮) প্রেরিত অগ্রাধিকার তালিকা বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন কাজ প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টীম সরেজমিনে পরিদর্শন ও কাজের মান যাচাই করা হবে। এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

(১৯) কাজ সম্পাদনের পর ঠিকাদারদের বিল পরিশোধের জন্য বিলম্ব ঘটানো যাবে না। এ লক্ষ্যে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের পর ও কার্যাদেশ দেয়ার প্রক্রিয়াকরণ সময় থেকেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট হতে কাজগুলির অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সম্বনিত ও দ্রুত অনুমোদন গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(২০) কোন অতি জরুরী মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য চাহিদা পাওয়া গেলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে কাজের প্রকৃতি যাচাই করে ও আর্থিক সংশ্লেষ পর্যালোচনা করে বাজেটের আওতায় বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করবে।

(২১) অর্থ বছরের অগ্রাধিকারভাবে চাহিত অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করে আগামী অর্থ বছরের জন্য মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজসমূহের বাস্তব ও প্রকৃত চাহিদার সমপরিমান প্রয়োজনীয় পরিমান অর্থ সংস্থানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(২২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যে কোন সময় এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

৪. এই নীতিমালা জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(নাসির আরিফ মাহমুদ)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিঃশিঃ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং- ৪৫.১৬৬.১১৪.০১.০০.৩৬.২০১৩-৫৬৮ তারিখ: ১৪.১২.২০১৬ খ্রিঃ

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক (সকল)..... .....মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল.....
৪। অধ্যক্ষ (সকল).....মেডিকেল কলেজ.....
৫। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য উইং), গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬। সিভিল সার্জন (সকল).....
৭। তত্ত্বাবধায়ক(সকল) .....
৮। উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) (সকল).....
৯। ইন্সট্রাক্টর ইনচার্জ (সকল),.....
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সভার কার্যপত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৪.১২.১৬
(মো: শাহ্ আলম)
যুগ্ম-সচিব

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।